কালের কণ্ঠ

তারিখ ..2 8. JUN. 2015... ...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম.... ৪......

শিক্ষার মান নয় বাড়ছে পাসের হার

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যরা। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে গতকাল শনিবার জাতীয় সংসদে তাঁরা এই দাবি জানান। ওই সময় জাতীয় পার্টির একজন জ্যেষ্ঠ সদস্য বলেন, শিক্ষার মান ধরে রাখা যাচ্ছে না। পাসের হার বাড়ছে, অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে; কিন্তু শিক্ষার মান বাড়ছে না। শিক্ষার মান বাড়াতে হলে ভালো শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বন্ধ রেখে শিক্ষা খাতের অগ্রযাত্রা ধরে রাখা যাবে না।

প্রথমে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর এবং পরে ডেপুটি স্পিকার অ্যাডভোকেট ফজলে রাব্বী মিয়ার সভাপতিত্বে এ সাধারণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনায় অংশ নিয়ে জাতীয় পার্টির নেতা ও পানিসম্পদমন্ত্রী ব্যারিস্টার আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচন গণতন্ত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই নির্বাচন নিয়ে অনেক সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে এ নির্বাচন দিয়ে গণতন্ত্রের সুষ্ঠু ভিত তৈরি হয়েছে। নির্বাচন বানচালের জন্য বিএনপি-জামায়াত অনেক সন্ত্রাস করেছে। অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টির করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু তারা নির্বাচন ঠেকাতে পারেনি। তিনি বলেন, ৫ জানুয়ারির নির্বাচন না হলে দেশে গণতন্ত্র থাকত না, দেশ মুখ থুবড়ে পড়ত।

শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে আনিসুল ইসলাম মাহমুদ বলেন, শিক্ষার মান ধরে রাখা যাচ্ছে না। শিক্ষার হার বাড়ছে, বিনা মূল্যে বই দেওয়া হচ্ছে, অবকাঠামো উন্নয়ন হচ্ছে; কিন্তু শিক্ষার মান বাড়ছে না। এর জন্য সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। ভালো শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে। আর বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্তি বন্ধ রেখে শিক্ষা খাতের অগ্রযাত্রা ধরে রাখা যাবে না। এ জন্য কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে।

এমপিওভুক্তিতে বরাদ্দ না রাখার সমালোচনা করে আওয়ামী লীগের মীর শওকত আলী বাদশা বলেন, 'এই সংসদের ৩৪৯ জন সদস্য এমপিওভুক্তি অব্যাহত রাখার পক্ষে। তাঁরা পর্যাপ্ত বরাদ্দেরও দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু অর্থমন্ত্রী বিষয়টি কেন গুরুত্ব দিচ্ছেন না বুঝি না।'